بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৪ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে প্রথম ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের জাতীয় মজলিসে আমেলা

"স্কুলসমূহে এবং স্কুলশিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আরো ভাল উপলব্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র এক প্রচারাভিযান চালানো উচিত।"

— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২ জানুয়ারি ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ) যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল মজলিস-এ-আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যাবৃন্দ দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনে অবস্থিত বায়তুল ফুতূহ মসজিদের তাহের হলে সমবেত হন।

পয়ষট্টি মিনিটের এ সভায়, আমেলার সদস্যাগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

সভায় হুযূর আকদাস লাজনা আমেলা সদস্যাদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের বিভাগীয় কার্যক্রমের উন্নতির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভার শুরুতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনার এক সদস্যা হুযুর আকদাসকে জানান যে, ই-কমার্স এবং পেশাদার প্রশিক্ষণের মতো বিভিন্ন খাতে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী আহমদী মুসলিম মহিলাদের সহায়তার জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তদুপরি, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন, লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্য সদস্যাদের দক্ষতা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ৮৬,০০০-এর বেশি মাস্ক (মুখোশ) এবং এক হাজারেরও বেশি পূর্ণ মেডিকেল স্ক্রাব-সহ প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) উৎপাদন এবং বিতরণ করেছে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, মানবতার সেবা করার এবং এর কার্যক্রমের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করার জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের আরও জোরদার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ, হুযূর আকদাস বলেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহর খাদ্য ব্যাংক এবং অনুরূপ দাতব্য সংস্থাগুলির জন্য অনুদান সংগ্রহ বাড়ানো উচিত। তিনি আরও বলেন যে, আফ্রিকাতে বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত লোকদেরকে নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, যেন তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এছাড়াও, হুযূর আকদাস বলেন যে, এ বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্য-এর জাতীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে, অব্যবহৃত লাজনা তহবিল একটি মানবিক প্রকল্পে — সিয়েরা লিওনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের দ্বারা নির্মাণাধীন একটি প্রসূতি হাসপাতালের জন্য, ব্যয় করা উচিত।

উক্ত প্রকল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমি আশা করি, সিয়েরা লিওনে আপনারা যে হাসপাতাল নির্মাণ করছেন, সেখানে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আহমদী নারী চিকিৎসকগণ অন্তত কয়েক বছর তাদের সময় উৎসর্গ করবেন। নিঃসন্দেহে, হাসপাতালটি সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পরে এটি চালানোর দায়িত্ব, চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-কর্মী যোগানোর দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উপরে ন্যস্ত থাকবে।”

তবলীগ (প্রচার) প্রসঙ্গে হুযূর আকদাস বলেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহর উচিত, জনগণের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা এবং ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সদস্যাদের এই প্রচেষ্টার অগ্রভাগে থাকা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ন্যাশনাল আমেলার প্রত্যেক সদস্যার বৃহত্তর সমাজে ইসলামের বাণী প্রচার করার এবং প্রতিবছর কমপক্ষে এক জনকে দীক্ষিত করানো উচিত। ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগের উচিত তবলীগের ক্ষেত্রে আমেলা সদস্যদের উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করা।"

হুযূর আকদাস আরও বলেন, তিনি অবহিত আছেন যে, যুক্তরাজ্যের অনেক স্কুল-শিক্ষক, যাদের ওপর ইসলাম সম্পর্কে শেখানোর ভার ন্যস্ত, তাদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ ধারণা নেই এটি এমন এক বিষয় যার দিকে লাজনা ইমাইল্লাহর নজর থাকা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি জানি যে, বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নন এবং তারা যেভাবে ইসলামের শিক্ষার বর্ণনা দেন এবং এ সম্পর্কে কথা বলেন তা প্রায়শই তাদের মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে অস্থির ও বিচলিত করার কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং, স্কুলসমূহে এবং স্কুলশিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আরো ভাল উপলব্ধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র এক প্রচারাভিযান চালানো উচিত।"

হুযুর আকদাস আহমদী মুসলমান মেয়ে ও মহিলাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথাও বলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদী কিশোরী-বালিকাদের (নাসেরাত) বিষয়ে বলেন যে, তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণের মূল ভিত্তিটি ইসলামের মহানবী (সা.) এর এই পবিত্র বাণীর উপর হওয়া উচিত যে, **"লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ"**।

লাজনা ইমাইল্লাহর সকল সদস্যার নৈতিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"লাজনা ইমাইল্লাহর সকল সদস্যার প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পুরোপুরি অভ্যস্ত হওয়া উচিত, আর এর মাধ্যমে তাদের সন্তানগণও নামায আদায়ের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে প্রশিক্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সকল সদস্যার নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। আহমদী পরিবারগুলোর বাড়িতে হাদীসের আলোচনা এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়া উচিত, আর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সকল সদস্যার আমার সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা শোনা উচিত।"